মুদ্রা ও ঋণ

মুদ্রা ও ঋণনীতির কৌশলগত অবস্থান

৪.১ মূল্যস্ফীতির চাপ নিয়ন্ত্রণে রাখার পাশাপাশি কাঙ্ক্ষিত প্রকৃত উৎপাদন প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়তা করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ ব্যাংক অর্থবছর ০৭-এ সতর্কতামূলক নিয়ন্ত্রিত (cautiously restrained) মুদ্রানীতির কৌশল অব্যাহত রাখে। নীতিসূচক সুদ হারের (policy interest rate) উর্ধ্বমুখী প্রবণতা এবং অক্টোবর ২০০৬-এ বাংলাদেশ ব্যাংক বিল এর পুনঃপ্রচলন জানুয়ারি ২০০৭ পর্যন্ত মূল্যস্ফীতি প্রত্যাশিত পর্যায়ে সীমাবদ্ধ রাখতে সাহায্য করে। অবশ্য আন্তর্জাতিক বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দ্রুত মূল্য বৃদ্ধির পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ সরবরাহজনিত প্রতিবন্ধকতার কারণে পরবর্তীতে মূল্যস্ফীতি বাড়তে থাকে। সংযত মুদ্রানীতি অনুসরণ সত্ত্বেও ব্যাপক মুদ্রা (M2) প্রবৃদ্ধির হার লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করলেও সরকারের কিছু সহায়ক পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে মূল্যস্ফীতিজনিত চাপ প্রশমিত হতে থাকে। তবে, বেসরকারি খাতকে প্রত্যাশিত মাত্রায় প্রবৃদ্ধি অর্জনে পর্যাপ্ত সুযোগ দেয়া হয়। দৃঢ় মুদ্রানীতি কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে অর্থবছর ০৭-এ বৈদেশিক খাতের সক্ষমতা (balance) বজায় রাখা হয়। এর অন্তরালে কাজ করেছে প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের প্রবাহ বৃদ্ধি এবং আমদানি ও রপ্তানির পরিমিত প্রবৃদ্ধি। বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য অবস্থার উন্নতির প্রতিফলন হিসেবে মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকা উর্ধ্বমূল্যায়িত (শতকরা ১.২৬ ভাগ) হয়, যা বৈদেশিক খাত থেকে উদ্ভূত তারল্য পর্যাপ্ততাজনিত প্রতিকূলতার কার্যকারিতা অসাড় (neutralize) করতে সাহায্য করে।

সারণী ৪.১ মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

(বিলিয়ন টাকা)

	জুন ২০০৬ শেষের স্থিতি	জুন ২০০৭ শেষে	
	প্রকৃত	প্রক্ষেপণ	প্রকৃত
১। নীট বৈদেশিক সম্পদ	২২০.১	২৫৭.০	৩২৮.৭
	(+১৭.৯)	(১৬.৮)	(+৪৯.৩)
২। নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ (ক+খ)	১৫৮৬.১	১৮১৫.০	১৭৮৫.৮
	(+১৯.৫)	(+১৪.৪১)	(+১২.৬)
ক) অভ্যন্তরীণ ঋণ (i+ii)	১৭৩২.৮	১৯৭৩.০	১৯৮৩.৫
	(+২১.১)	(+১৩.৯)	(+১৪.৫)
i) সরকারি খাতের ঋণ১/	৪২৩.১	৪৮১.০	৪৭৫.৮
	(+৩০.৬)	(+১৩.৭)	(+১২.৫)
ii) বেসরকারি খাতের ঋণ	১৩০৯.৭	১৪৯২.০	১৫০৭.৭
	(+১৮.৩)	(+১৩.৯)	(+১৫.১)
খ) অন্যান্য দায়/সম্পদ (নীট)	-১৪৬.৭	-১৫৮.০	-১৯৭.৮
৩। সংকীর্ণ মুদ্রা যোগান (i+ii)	৪২৬.০	-	৫০১.১
	(+২০.৫)		(+১৭.৬)
i) জনসাধারণের হাতে থাকা কারেন্সী নোট ও মুদ্রা	২২৮.৬	-	২৬৬.৪
	(+২৩.৫)		(+১৬.৫)
ii) তলবি আমানত২/	১৯৭.৪	-	২৩৪.৬
	(+১৭.১)		(+১৮.৮)
৪। মেয়াদি আমানত	১৩৮০.২	-	১৬১৩.৪
	(+১৮.৯)		(+১৬.৯)
৫। ব্যাপক মুদ্রা যোগান (১+২) বা (৩+৪)	১৮০৬.২	২০৭২.০	২১১৪.৪
	(+১৯.৩)	(+১৪.৭)	(+১৭.১)

নোট ঃ বন্ধনীভুক্ত সংখ্যাগুলো বছর ভিত্তিক পরিবর্তনের শতকরা হার নির্দেশক।

১/ সরকারি খাত (নীট) হিসাবায়নে Govt. Lending Fund আমানত হিসেবে বিবেচিত হয়েছে এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান (সরকারি)-এর কাছে নীট পাওনাকে বাদ দেয়া হয়েছে।

২/ মনিটারী অথরিটি-এর তলবি আমানত বাদ দেয়া হয়েছে।

৪.২ বাংলাদেশ ব্যাংক মুদ্রানীতির রূপরেখা প্রণয়নের ক্ষেত্রে অর্থমন্ত্রীর নেতৃত্বে রাজস্ব, মুদ্রা ও বিনিময় হার নীতির মধ্যে সমন্বয় বিধানের লক্ষ্যে গঠিত জাতীয় সমন্বয় কমিটি (National Co-ordination Council) কর্তৃক প্রণীত সিদ্ধান্তকে অনুসরণ করে। প্রকৃত জিডিপির প্রবৃদ্ধি শতকরা ৭.০ ভাগ, ভোক্তামূল্য সূচক ভিত্তিতে মূল্যস্ফীতি শতকরা ৬.৮৫-৬.৯৫ ভাগ ধরে অর্থবছর ০৭-এ মুদ্রা কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়। সে অনুসারে ব্যাপক মুদ্রা (M2) প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য মাত্রা নির্ধারণ করা হয় শতকরা ১৪.৭ ভাগ। মুদ্রা কর্মসূচি ও প্রকৃত অগ্রগতি সারণী ৪.১ এ দেখানো হলো। সারণী থেকে দেখা যায় যে, অর্থবছর ০৭-এ ব্যাপক মুদ্রার প্রকৃত প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় শতকরা ১৭.১ ভাগ, যা অর্থবছর ০৬-এর প্রকৃত

প্রবৃদ্ধি শতকরা ১৯.৩ ভাগের তুলনায় কম কিন্তু শতকরা ১৪.৭ ভাগ লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় বেশি। অনুমিত মাত্রার তুলনায় বেশি পরিমাণ নীট বৈদেশিক সম্পদ বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্যাপক মুদ্রার এ প্রবৃদ্ধি ঘটে। টাকা-ডলার বিনিময় হারে উর্ধ্বমূল্যায়ন সত্ত্বেও রপ্তানি আয় বৃদ্ধি এবং প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ বৃদ্ধি পাওয়ায় অর্থবছর ০৭-এ নীট বৈদেশিক সম্পদে প্রক্ষেপিত শতকরা ১৬.৮ ভাগের তুলনায় শতকরা ৪৯.৩ ভাগ প্রবৃদ্ধি ঘটে। নীট বৈদেশিক সম্পদের এ প্রবৃদ্ধি অর্থবছর ০৬-এর প্রকৃত প্রবৃদ্ধি শতকরা ১৭.৯ ভাগের তুলনায় বেশি। বেসরকারি খাতে ঋণ শতকরা ১৩.৯ ভাগ প্রক্ষেপিত বৃদ্ধির বিপরীতে উলেখযোগ্যভাবে শতকরা ১৫.১ ভাগ বৃদ্ধি পায়। অর্থবছর ০৬-এ বেসরকারি খাতে ঋণের বৃদ্ধি পেয়েছিল শতকরা ১৮.৩ ভাগ। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি সংকুচিত করার কারণে সরকারি খাতে ঋণ শতকরা ১২.৫ ভাগ বৃদ্ধি পায় যা ছিল প্রক্ষেপিত বৃদ্ধি শতকরা ১৩.৭ ভাগের তুলনায় কম। সার্বিকভাবে, মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ শতকরা ১৪.৫ ভাগ বৃদ্ধি পায় যা শতকরা ১৩.৯ ভাগ প্রক্ষেপিত বৃদ্ধির তুলনায় বেশি; তবে অর্থবছর ০৬-এর শতকরা ২১.১ ভাগ প্রকৃত প্রবৃদ্ধির তুলনায় কম।

৪.৩ মূল্যস্ফীতি (বার্ষিক গড় CPI মূল্যস্ফীতি, ভিত্তি ঃ অর্থবছর ৯৬=১০০) মুদ্রা প্রক্ষেপণের প্রত্যাশিত পর্যায়ের চেয়ে একটু বেশি ছিল এবং অস্থিরতার মধ্য দিয়ে জুন ২০০৬ শেষের শতকরা ৭.১৬ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০০৭ শেষে শতকরা ৭.২০ ভাগে দাঁড়ায়। মূল্যস্ফীতি প্রত্যাশায় স্থিতি আনয়নের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। অর্থবছর ০৭-এ ব্যাপক মুদ্রা (M2) এবং এর উপাদানসমূহের গতি প্রকৃতি চার্ট ৪.১ এ দেখানো হলো।

রিজার্ভ মুদ্রা পরিস্থিতি

৪.৪ সার্বিক মুদ্রা প্রক্ষেপণের সাথে সংগতিপূর্ণভাবে তারল্য নিয়ন্ত্রণে যথারীতি রিজার্ভ মুদ্রাকে (RM) অপারেটিং টার্গেট হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। সাপ্তাহিক বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের নিলামকে রিজার্ভ মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ করার কাজে এবং রিপো ও রিভার্স রিপোর নিলামকে মুদ্রাবাজার স্থিতিশীল রাখার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে।

অর্থবছর ০৭-এর শুরুতেই অর্থমন্ত্রণালয়ের সচিবের নেতৃত্বে গঠিত Cash and Debt Management Committee (CDMC) এর তত্ত্বাবধানে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে সরকারের ঋণ গ্রহণের পরিবর্তিত ব্যবস্থা চালু হয় (বক্স ৪.১)। নতুন

সারণী ৪.২ রিজার্ভ মুদ্রা পরিস্থিতি

(বিলিয়ন টাকা)

	জুন ২০০৬ শেষের স্থিতি	জুন ২০০৭ শেষে	
	প্রকৃত	প্রক্ষেপণ	প্রকৃত
১। নীট বৈদেশিক সম্পদ[১/@]	১৫৬.৭	১৭৪.০	২৪৫.৭
	(+১৯.৯)	(+১১.০)	(+৫৬.৮)
নীট বৈদেশিক সম্পদ[২/@]	১৫৩.১	১৬৯.০	২৩১.৯
	(+৪.৯)	(১৯.১)	(+৫১.৫)
২। নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ [১/]	১৮২.৮	২১২.০	১৪৮.৫
	(+২৭.৬)	(+১৬.০)	(-১৮.৮)
নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ [২/]	১৮৬.৪	২১৬.৮	১৬২.৩
	(+৪২.৫)	(+১৬.৩)	(-১২.৯)
ক) অভ্যন্তরীণ ঋণ	২৯৬.০	২৮৪.০	২৯৯.৪
	(+৪৬.১)	(+৪.১)	(+১.১)
i) সরকারি খাতের ঋণ [৩/]	২৩৬.৫	২১৮.০	২৪২.০
	(+৬২.৯)	(+৭.৮)	(+২.৩)
ii) তফসিলি ব্যাংকসমূহকে প্রদত্ত ঋণ	৫৯.৫	৬৬.০	৫৭.৪
	(+৩.৫)	(+১০.৯)	(-৩.৫)
খ) অন্যান্য সম্পদ (নীট)	-১১৩.২	-৭২.০	-১৫০.৮
৩. রিজার্ভ মুদ্রা (অ+আ) বা (১+২)	৩৩৯.৫	৩৮৬.০	৩৯৪.২
	(+২৩.৯)	(+১৩.৭)	(+১৬.১)
অ) ইস্যুকৃত মুদ্রা	২৪৮.৯	২৮৮.০	২৮৭.৯
	(+২২.৫)	(+১৫.৭)	(+১৫.৭)
আ) ব্যাংকসমূহের জমা[৪/@]	৯০.৬	৯৯.০	১০৬.৩
	(+২৮.১)	(+৯.৩)	(+১৭.৩)
৪. মুদ্রা গুণক (M2/RM)	৫.৩২	৫.৩৭	৫.৩৬

নোট ঃ বন্ধনীভুক্ত সংখ্যাগুলো পরিবর্তনের শতকরা হার নির্দেশক।
@ বৈদেশিক মুদ্রা ক্লিয়ারিং স্থিতি ব্যতীত।
১/ আর্থিক জরীপ উপাত্ত হতে হিসাবায়িত।
২/ অর্থ ও ঋণ কর্মসূচিতে গৃহীত বিনিময় হারের (মার্চ ২০০৬ শেষের) ভিত্তিতে হিসাবায়িত।
৩/ সরকারি খাত (নীট) হিসাবায়নে Govt. Lending Fund আমানত হিসেবে বিবেচিত হয়েছে এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান (সরকারি)-এর কাছে নীট পাওনাকে বাদ দেয়া হয়েছে।
৪/ অন্যান্য সরকারি খাতের আমানত ব্যতীত।

চার্ট ৪.১

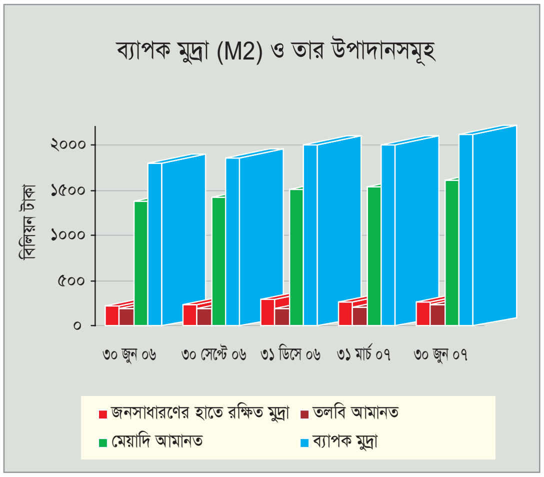

বক্স ৪.১

ট্রেজারী ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত অগ্রগতি

সরকারের নগদ তহবিল ও ঋণের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অর্থবছর ০৭-এ বিভিন্ন ধরনের সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এ সময় সরকারের ঋণ ও নগদ ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা আনয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যেও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। গৃহীত পদক্ষেপগুলো নিম্নরূপঃ–

সরকারি লেনদেন সংরক্ষণ পদ্ধতির কাঠামোগত পরিবর্তন

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সরকারের লেনদেন সংরক্ষণ পদ্ধতি পরিবর্তন করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে ১ জুলাই ২০০৬ হতে মন্ত্রণালয়/বিভাগওয়ারী হিসাবায়ন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে।

সরকারের ঋণ ও নগদ ব্যবস্থাপনা পৃথককরণ এবং এতদ্‌সংক্রান্ত Cash and Debt Management Committee (CDMC) গঠন

বিগত অর্থবছর ০৬- এ CDMC গঠিত হয় যা অর্থবছর ০৭-এ কার্যক্রম শুরু করে। অর্থবছর ০৬ থেকে এডহক ট্রেজারী বিল ইস্যুর মাধ্যমে সরকারের ঘাটতি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অর্থায়নের পূর্বতন প্রক্রিয়া রহিত করা হয়। ইতোপূর্বে স্বয়ংক্রিয়ভাবে এডহক ট্রেজারী বিল ইস্যুর ব্যবস্থাটি যুগপৎ সরকারের বাজেট ঘাটতি অর্থায়ন ও নগদ তহবিলের চাহিদা মেটাতে ব্যবহৃত হতো। অর্থবছর ০৭-এ কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে উপায় ও উপকরণ আগাম (Ways and Means Advances - WMA) খাতে সরকারের ঋণ গ্রহণের সীমা বৃদ্ধি ও নির্ধারিত সীমার অতিরিক্ত ঋণ প্রদানের ব্যবস্থাকরণ এবং বাজেট ঘাটতি পূরণার্থে উৎসখাত সুনির্দিষ্টকরণের মাধ্যমে সরকারের নগদ তহবিল ব্যবস্থাপনা (Cash Management) থেকে ঋণ ব্যবস্থাপনাকে (Debt Management) পৃথক করা হয়েছে। সরকারের আন্তঃ বছর নগদ ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে ১ জুলাই ২০০৬ থেকে WMA এর উর্ধ্বসীমা ৬৪ কোটি টাকা থেকে ১০০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। WMA এর সীমাতিরিক্ত ঋণকে Overdraft হিসেবে চিহ্নিত করে WMA এর উপর রিভার্স রেপো হারে এবং Overdraft এর উপর রিভার্স রেপো + ১% হারে সুদ আরোপের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এডহক ট্রেজারী বিলের বকেয়া স্থিতিকে Overdraft-Block হিসাবে স্থানান্তর করা হয়েছে এবং উক্ত স্থিতির অর্থ একটি পরিশোধসূচি (Amortization Schedule) অনুযায়ী বার্ষিক ভিত্তিতে পরিশোধের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

সম্পূর্ণ বাজারভিত্তিক প্রাইমারী অকশন পদ্ধতি প্রচলনের উদ্যোগ গ্রহণ

অর্থবছর ০৭ হতে পূর্বঘোষিত তারিখ ও পরিমাণ সম্বলিত বার্ষিক নিলাম পঞ্জিকা অনুযায়ী সরকারি ট্রেজারী বিল ও বন্ডের নিলাম পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। এ ব্যবস্থা সরকারি সিকিউরিটিজের নিলাম পদ্ধতির স্বচ্ছতা নিশ্চিত করেছে ও সিকিউরিটিজের প্রতিযোগিতামূলক দর নির্ধারণে সহায়ক হয়েছে। অর্থবছর ০৭ এর জন্য CDMC কর্তৃক প্রস্তুতকৃত নিলাম পঞ্জিকাটি ১ সেপ্টেম্বর ২০০৬ থেকে কার্যকর করা হয়েছে। CDMC কর্তৃক এ মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যে, ১ জুলাই ২০০৬ ও তৎপরবর্তী সময়ে ট্রেজারী বিল ও বন্ড নিলামের মাধ্যমে আহরিত অর্থ (ঋণ) সরাসরি সরকারি হিসাবে জমা করা হবে এবং নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে সরকারি হিসাব বিকলন করে সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটিজ এর আসল ও সুদ পরিশোধ করা হবে।

বাজেট ঘাটতি অর্থায়নে ট্রেজারী বন্ডের প্রাধান্য

আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে সংগতি রেখে ট্রেজারী বিল ইস্যুর লক্ষ্যে ১ সেপ্টেম্বর ২০০৬ হতে ২ ও ৫ বছর মেয়াদী ট্রেজারী বিল ইস্যুর প্রক্রিয়া রহিত করা হয়েছে। সরকারের ঋণ-দায়কে সহনীয় করতে বাজেট ঘাটতি অর্থায়নে ট্রেজারী বন্ডকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে অর্থবছর ০৮ থেকে ১৫ ও ২০ বছর মেয়াদি বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারী বন্ড (বিজিটিবি) ইস্যুর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। উপরন্তু, স্বল্প মেয়াদি বিল ইস্যুর ফলে উদ্ভূত পুনঃঅর্থায়ন ঝুঁকি (Refinance Risk) প্রশমনের জন্য ইস্যুতব্য ট্রেজারী বিলের পরিমাণকে সুষমকরণ (even out) করা হয়েছে।

ট্রেজারী বিল/বন্ডের Devolvement ও Private placement

ট্রেজারী বিল ও বন্ডের নিলামে বাজার থেকে কাঙ্ক্ষিত সাড়া না পাওয়ার ঝুঁকি কমিয়ে আনা ও বাজেট ঘাটতি অর্থায়ন প্রক্রিয়াকে নিরবচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পরিমাণ সিকিউরিটিজ বাংলাদেশ ব্যাংকের উপর Devolvement ও Private placement করার পদ্ধতি অর্থবছর ০৭ থেকে চালু করা হয়েছে।

অভিহিত মূল্যে (Face value) ট্রেজারী বন্ড ইস্যুকরণ

বন্ডের বিপরীতে সরকারের দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ-দায়কে যৌক্তিকীকরণের লক্ষ্যে ১ জুলাই ২০০৭ হতে পূর্ব নির্ধারিত কুপন সম্পন্ন ট্রেজারী বন্ড ডিসকাউন্টে ইস্যুর পরিবর্তে Yield-based Auction পদ্ধতিতে অভিহিত মূল্যে বন্ড ইস্যুর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

সিকিউরিটিজ মার্কেটে প্রাইমারী ডিলারদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ

একটি শক্তিশালী ও স্পন্দিত (vibrant) বন্ড মার্কেট উন্নয়নের লক্ষ্যে সিকিউরিটিজ মার্কেটে প্রাইমারী ডিলারদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে বিদ্যমান প্রাইমারী ডিলার গাইডলাইনস এ প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা হয়েছে।

ব্যবস্থায় উপায় ও উপকরণ আগাম সীমা ০.৬৪ বিলিয়ন টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০.০০ বিলিয়ন টাকা করা হয় এবং ট্রেজারী বন্ড ও বিলের নিলাম পূর্ব ঘোষিত নিলাম পঞ্জিকায় উলেখিত পরিমাণ অনুযায়ী করা হয়। এ নতুন ব্যবস্থার কারণে সরকারের ঋণ ব্যবস্থা ও মুদ্রানীতি পরিচালনায় বাংলাদেশ ব্যাংকের ভূমিকা পৃথক হয়ে গেছে। ট্রেজারী বিল ও বন্ডের নিলাম শুধুমাত্র সরকারি ঋণ ব্যবস্থাপনার জন্য করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক রিপো ও রিভার্স রিপোর পাশাপাশি মুদ্রানীতির হাতিয়ার হিসেবে অক্টোবর ২০০৬ এ ৩০-দিন ও ৯১-দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিল পুনঃপ্রবর্তন করেছে।

৪.৫ প্রক্ষেপিত ব্যাপক মুদ্রা প্রবৃদ্ধির সাথে সংগতি রেখে মুদ্রা কর্মসূচিতে রিজার্ভ মুদ্রার প্রকৃত প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে শতকরা ১৩.৭ ভাগ। সারণী ৪.২ এ অর্থবছর-০৭ এর রিজার্ভ মুদ্রার প্রকৃত প্রবৃদ্ধি দেখানো হয়েছে। সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে নীট আন্তর্জাতিক রিজার্ভ (NIR) বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে রিজার্ভ মুদ্রা প্রক্ষেপিত শতকরা ১৩.৭ ভাগ বৃদ্ধির স্থলে শতকরা ১৬.১ ভাগ বৃদ্ধি পায়। মূলত বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়ের কারণে নীট বৈদেশিক সম্পদ (রিজার্ভ মুদ্রা কর্মসূচিতে গৃহীত বিনিময় হারের ভিত্তিতে) এর বৃদ্ধি প্রক্ষেপিত শতকরা ১৯.১ ভাগের স্থলে অর্থবছর ০৭-এ শতকরা ৫১.৫ ভাগ হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক রিভার্স রিপোর মাধ্যমে বৈদেশিক খাত হতে উৎসারিত অতিরিক্ত তারল্য তুলে নেয়। মূলত অন্যান্য সম্পদ (নীট) প্রক্ষেপিত মাত্রার চেয়ে বেশি মাত্রায় হ্রাস পাওয়ায় বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ (NDA) (রিজার্ভ মুদ্রার কর্মসূচিতে গৃহীত বিনিময় হারের ভিত্তিতে) অর্থবছর-০৭ এ প্রক্ষেপিত শতকরা ১৬.৩ ভাগ বৃদ্ধির স্থলে শতকরা ১২.৯ ভাগ হ্রাস পায়। স্থিতিপত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দায়ের দিক পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বাংলাদেশ ব্যাংকে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর জমার পরিমাণ এবং প্রচলিত মুদ্রার (currency in circulation) বৃদ্ধি উভয়ই রিজার্ভ মুদ্রা বৃদ্ধিতে অবদান রাখে।

৪.৬ ব্যাপক মুদ্রার চেয়ে রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি কম হওয়ায়, মুদ্রা গুণক অর্থবছর ০৬-এর ৫.৩২ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ০৭-এ ৫.৩৬ এ দাঁড়ায়। মুদ্রা গুণকের এ বৃদ্ধি মূলত রিজার্ভ-আমানত অনুপাত হ্রাস এর ফলশ্রুতি। এ সময় কারেন্সী-আমানত অনুপাত কিছুটা বৃদ্ধি পায়। অর্থবছর-০৭ এর M2 ও এর উপাদানসমূহ এবং অভ্যন্তরীণ ঋণ ও এর উপাদানসমূহের গতি প্রকৃতি যথাক্রমে চার্ট ৪.১ ও ৪.২-এ দেখানো হলো। কর্মসূচির তুলনায় M2 এবং রিজার্ভ মুদ্রার প্রকৃত প্রবৃদ্ধি চার্ট ৪.৩ এ দেখানো হলো।

চার্ট ৪.২

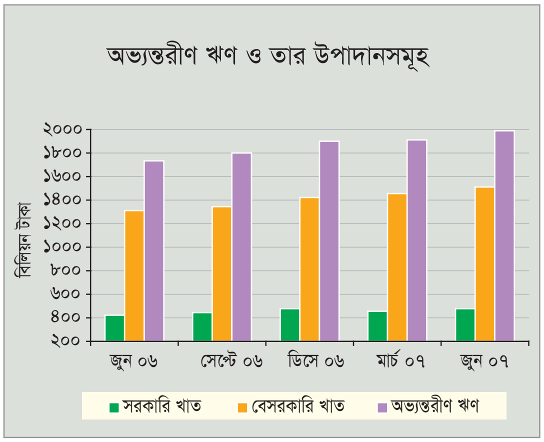

চার্ট ৪.৩

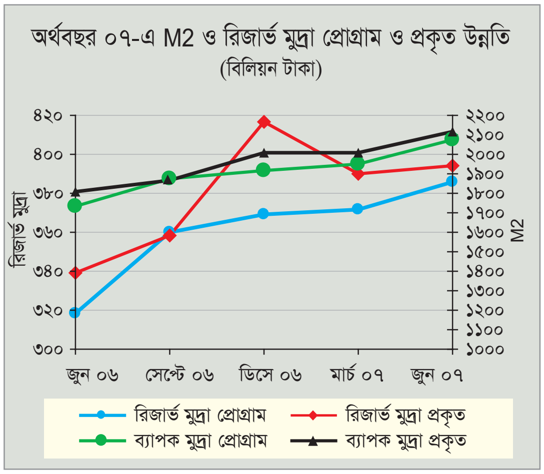

চার্ট ৪.৪

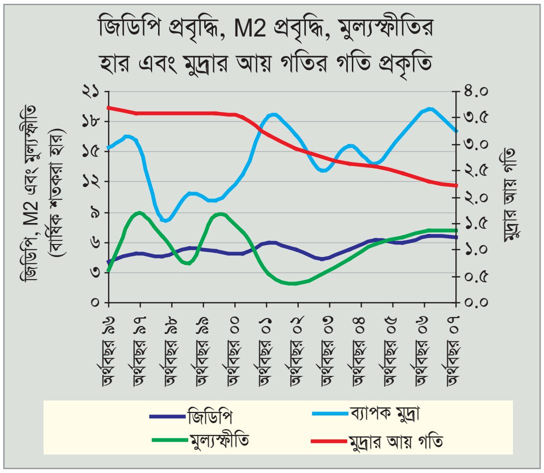

মুদ্রার আয় গতি

৪.৭ মুদ্রার আয় গতি অর্থবছর ০৬-এর ২.৩০ থেকে হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ০৭-এ ২.২১ তে দাঁড়ায় (সারণী ৪.৩)। মুদ্রার আয়গতি হ্রাসের হার অর্থবছর ০৬ এবং অর্থবছর ০৫-এর যথাক্রম শতকরা ৬.১ ভাগ এবং ৪.৭ ভাগের তুলনায় অর্থবছর ০৭-এ ছিল শতকরা ৩.৯ ভাগ। বিগত কয়েক বছর ধরে মুদ্রার আয় গতির ক্রমহ্রাসমান ধারা অর্থনীতিতে ক্রমবর্ধমান মুদ্রায়ন (Monetization) এবং আর্থিক গভীরায়ন (Financial deepening) নির্দেশ করে। অর্থবছর ৯৬ হতে অর্থবছর ০৭ পর্যন্ত জিডিপি প্রবৃদ্ধি, M2 প্রবৃদ্ধি, মূল্যস্ফীতির হার এবং মুদ্রার আয় গতির গতি প্রকৃতি চার্ট ৪.৪ দেখানো হলো।

ব্যাংক ঋণ

৪.৮ অর্থবছর ০৭-এ ব্যাংক ঋণের (বৈদেশিক বিল ও আন্তঃব্যাংক লেনদেন বাদে) স্থিতি ২১১.৬৩ বিলিয়ন টাকা বা শতকরা ১৪.৭ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১৬৫১.১৯ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যেখানে অর্থবছর ০৬-এ ব্যাংক ঋণ প্রবৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ২০.২ ভাগ। অর্থবছর ০৭-এ আগাম এবং আমদানি ও অভ্যন্তরীণ বিল উভয়ই বৃদ্ধির কারণে ব্যাংক ঋণ বৃদ্ধি পায়। আলোচ্য অর্থবছরে আগামসমূহ পূর্ববর্তী অর্থবছরের শতকরা ১৬.৩ ভাগ বৃদ্ধির বিপরীতে ১৯০.০৬ বিলিয়ন টাকা বা শতকরা ১৪.৭ ভাগ বৃদ্ধি পায়। অর্থবছর ০৭-এ অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের উচ্চ আমদানি মূল্যের কারণে ক্রয়কৃত ও বাট্টাকৃত বিলসমূহ ২১.৫৭ বিলিয়ন টাকা বা শতকরা ১৫.১ ভাগ বৃদ্ধি পায়। ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ব্যাংক ঋণ ও এর উপাদানসমূহ সারণী ৪.৪ এ দেখানো হলো।

ব্যাংক আমানত

৪.৯ অর্থবছর ০৭-এ ব্যাংক আমানত (আন্তঃব্যাংক লেনদেন বাদে) ২৭৯.৬৭ বিলিয়ন টাকা বা শতকরা ১৬.৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৬৯.৫৭ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী বছরে এ বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ১৮.৫ ভাগ। তলবি ও মেয়াদি উভয় ধরনের আমানত বৃদ্ধির ফলে মোট ব্যাংক আমানত বৃদ্ধি পায়। অর্থবছর ০৭-এ মেয়াদি আমানত ২৩৩.১৪ বিলিয়ন টাকা বা শতকরা ১৬.৯ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১৬১৩.৩৬ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা অর্থবছর ০৬-এর শতকরা ১৭.২ ভাগ বৃদ্ধির বিপরীতে অর্থবছর ০৭-এ শতকরা ১৮.৯ ভাগ বা ৩৭.২৩ বিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ২৩৪.৬৩ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। অর্থবছর ০৭-এ সরকারি আমানত ৯.৩ বিলিয়ন বা শতকরা ৮.৩ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১২১.৫৮ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা অর্থবছর ০৬-এ শতকরা ১৫.৮ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছিল। সারণী ৪.৫ এ ব্যাংক আমানতের ত্রৈমাসিক গতিধারা দেখানো হলো।

সারণী ৪.৩ মুদ্রার আয় গতি

অর্থবছর	চলতি বাজার মূল্যে মোট দেশজ উৎপাদন (বিলিয়ন টাকা)	ব্যাপক মুদ্রা (M2) (বিলিয়ন টাকা, জুন শেষে)	মুদ্রার আয় গতি (GDP/M2)
অর্থবছর ০৪	৩৩২৯.৭	১২৯৭.৭	২.৫৭ (-২.৭)
অর্থবছর ০৫	৩৭০৭.১	১৫১৫.৯	২.৪৫ (-৪.৭)
অর্থবছর ০৬	৪১৫৭.৩	১৮০৬.২	২.৩০ (-৬.১)
অর্থবছর ০৭	৪৬৭৫.০সা	২১১৪.৪	২.২১ (-৩.৯)

নোট ঃ বন্ধনীভুক্ত সংখ্যাসমূহ মুদ্রার আয় গতির শতকরা পরিবর্তন নির্দেশক ।
সা = সাময়িক।

সারণী ৪.৪ ব্যাংক ঋণ* ঃ অর্থবছর ০৭-এর ত্রৈমাসিক পরিস্থিতি

(বিলিয়ন টাকা)

তারিখ	আগামসমূহ	বিলসমূহ	মোট
৩০ জুন ০৬	১২৯৬.৪৮ (৯০.১)	১৪৩.০৮ (৯.৯)	১৪৩৯.৫৬
৩০ সেপ্টেম্বর ০৬	১৩৩৬.৮৮ (৯০.৫)	১৪০.০৪ (৯.৫)	১৪৭৬.৯২
৩১ ডিসেম্বর ০৬	১৪০৭.৬১ (৯০.৪)	১৪৯.৪৫ (৯.৬)	১৫৫৭.০৬
৩১ মার্চ ০৭	১৪৩৪.৩৯ (৯০.৮)	১৪৫.৯০ (৯.২)	১৫৮০.২৯
৩০ জুন ০৭	১৪৮৬.৫৪ (৯০.০)	১৬৪.৬৫ (১০.০)	১৬৫১.১৯

নোট ঃ বন্ধনীভুক্ত সংখ্যাসমূহ মোট স্থিতির শতকরা অংশ নির্দেশক।
* বৈদেশিক বিল ও আন্তঃব্যাংক ঋণ বাদে।

সারণী ৪.৫ ব্যাংক আমানত* ঃ অর্থবছর ০৭-এর ত্রৈমাসিক পরিস্থিতি

(বিলিয়ন টাকা)

তারিখ	তলবি আমানত	মেয়াদি আমানত	সরকারি আমানত	মোট আমানত
৩০ জুন ০৬	১৯৭.৪০	১৩৮০.২২	১১২.২৮	১৬৮৯.৯০
৩০ সেপ্টেম্বর ০৬	১৯৪.৭০	১৪২৭.৪৭	১০৭.৯৮	১৭৩০.১৫
৩১ ডিসেম্বর ০৬	২০১.০৯	১৫০৯.৬৯	১১৪.৪৩	১৮২৫.২১
৩১ মার্চ ০৭	২০৯.১৬	১৫৩৬.৭৫	১১৬.১৫	১৮৬২.০৬
৩০ জুন ০৭	২৩৪.৬৩	১৬১৩.৩৬	১২১.৫৮	১৯৬৯.৫৭

* আন্তঃব্যাংক লেনদেন বাদে।

ঋণ/আমানত অনুপাত

৪.১০ বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ বাদে তফসিলি ব্যাংক-সমূহের ঋণ/আমানত অনুপাত জুন ২০০৬ থেকে কমে জুন ২০০৭-এ ০.৮৫ এ দাঁড়ায়।

বাংলাদেশ ব্যাংক হতে তফসিলি ব্যাংকসমূহের কর্জ

৪.১১ ২০০৭ সালের জুন মাস পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংক হতে তফসিলি ব্যাংকসমূহের কর্জের পরিমাণ ১৩.১১ বিলিয়ন টাকা বা শতকরা ১৮.৬ ভাগ হ্রাস পেয়ে ৫৭.৩৫ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা অর্থবছর ০৬-এ শতকরা ২৫.৮ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাংলাদেশ ব্যাংকের সতর্কতামূলক মুদ্রানীতির কারণে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে তফসিলি ব্যাংকসমূহের কর্জের পরিমাণ হ্রাস পায়।

বাংলাদেশ ব্যাংকে তফসিলি ব্যাংকসমূহের জমা এবং তাদের নিজস্ব সিন্দুকে রক্ষিত তহবিল

৪.১২ ২০০৭ সালের জুন শেষে বাংলাদেশ ব্যাংকে তফসিলি ব্যাংকসমূহের গচ্ছিত জমা ১৫.০২ বিলিয়ন টাকা বা শতকরা ১০.৯ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১৫২.৬৭ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা ২০০৬ সালের জুন শেষে ৪৩.৯২ বিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১৩৭.৬৫ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছিল। তফসিলি ব্যাংকসমূহের সিন্দুকে রক্ষিত টাকার পরিমাণ জুন ২০০৭ শেষে ২১.৪৪ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা জুন ২০০৬ শেষে ২০.৩২ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছিল।

তফসিলি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে নগদ জমা সংরক্ষণ আবশ্যকতা (CRR)

৪.১৩ তফসিলি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিতব্য নগদ জমার হার (CRR) পূর্ববর্তী বছরের ন্যায় তাদের মোট তলবি ও মেয়াদি দায় এর শতকরা ৫.০ ভাগে রাখা হয়, যা ১ অক্টোবর ২০০৫ থেকে কার্যকর রয়েছে। উলেখ্য যে, ব্যাংকসমূহ গড়ে দ্বি-সাপ্তাহিক ভিত্তিতে শতকরা ৫.০ ভাগ নগদ তহবিল সংরক্ষণ করে থাকে এবং এ জমার হার দৈনিক ভিত্তিতে কোন ক্রমেই শতকরা ৪.০ ভাগের কম হবে না যা ১ অক্টোবর ২০০৫ থেকে কার্যকর আছে।

তফসিলি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক তরল সম্পদ সংরক্ষণ আবশ্যকতা (SLR)

৪.১৪ শরীয়াহ ভিত্তিক ব্যাংক এবং বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ বাদে তফসিলি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক তরল সম্পদ সংরক্ষণের আবশ্যকীয় হার (SLR) পূর্ববর্তী বছরের ন্যায় তাদের তলবি ও মেয়াদি দায়ের (আন্তঃব্যাংক লেনদেন বাদে) শতকরা ১৮.০ ভাগে অপরিবর্তিত রাখা হয়। উলেখ্য, এ নিয়ম ১ অক্টোবর ২০০৫ হতে কার্যকর রয়েছে। ইসলামী ব্যাংকসমূহ কর্তৃক তরল সম্পদ সংরক্ষণের আবশ্যকীয় হার তাদের মোট দায়-এর শতকরা ১০.০ ভাগে অপরিবর্তিত থাকে। বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহকে তরল সম্পদ সংরক্ষণের দায় হতে প্রদত্ত অব্যাহতি আলোচ্য অর্থবছরেও কার্যকর থাকে।

সারণী ৪.৬ তফসিলি ব্যাংকসমূহের সুদের হারের ভারীত গড়

খাত	জুন শেষে				
	অর্থবছর০৩	অর্থবছর০৪	অর্থবছর০৫	অর্থবছর০৬	অর্থবছর০৭
আমানতের সুদের হার	৬.৩	৫.৭	৫.৬	৬.৭	৬.৯
আগামের সুদের হার	১২.৮	১১.০	১০.৯	১২.১	১২.৮
ব্যাপ্তি	৬.৫	৫.৩	৫.৩	৫.৪	৫.৯

উৎস ঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

ব্যাংক রেট

৪.১৫ অর্থবছর ০৭-এ ব্যাংক রেট পূর্ববর্তী বছরের ন্যায় শতকরা ৫.০ ভাগে অপরিবর্তিত থাকে। এ হার ৬ নভেম্বর ২০০৩ থেকে কার্যকর রয়েছে।

আমানত ও আগামের উপর সুদের হার

৪.১৬ অর্থবছর ০৩ হতে অর্থবছর ০৭ পর্যন্ত তফসিলি ব্যাংকসমূহের আমানত ও আগামের উপর সুদের হারের ভারীত গড় এবং এর ব্যাপ্তি (spread) সারণী ৪.৬ এ দেখানো হয়েছে। সারণী থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আমানত ও আগামের সুদের হারের ভারীত গড় অর্থবছর ০৩ থেকে অর্থবছর ০৫ পর্যন্ত হ্রাস পেয়ে আসছে। এরপর বাংলাদেশ ব্যাংকের সংযত মুদ্রানীতি ভঙ্গির সাথে সংগতি রেখে আমানত ও আগামের সুদের হার বেড়ে অর্থবছর ০৭-এ যথাক্রমে শতকরা ৬.৯ ভাগ ও ১২.৮ ভাগে দাঁড়ায়। আগাম ও আমানতের মধ্যে সুদের হারের ব্যাপ্তি অর্থবছর ০৪-এ হ্রাস পাওয়ার পর অর্থবছর ০৫-এ তা অপরিবর্তিত থাকে। তবে অর্থবছর ০৬ থেকে আগাম ও আমানতের সুদের হারের ব্যাপ্তি বাড়তে থাকে এবং অর্থবছর ০৭-এ তা শতকরা ৫.৯ ভাগে পৌঁছায়।

রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল (EDF) এর ঋণ কার্যক্রম

৪.১৭ রপ্তানি পণ্য তৈরিতে প্রয়োজনীয় উপকরণাদি যেমন কাঁচামাল, এক্সেসরিস, খুচরা যন্ত্রাংশ এবং প্যাকিং সামগ্রী

ইত্যাদি আমদানির জন্য রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল (EDF) থেকে বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণ অর্থবছর ০৭-এ বৃদ্ধি পায়। আলোচ্য অর্থবছরে বিতরণকৃত ঋণ অর্থবছর ০৬-এর ১৭২.২২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিপরীতে ১৭৫.২২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দাঁড়ায়। রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল থেকে বিতরণকৃত ঋণের সিংহ ভাগই ব্যবহার করেছে তৈরি পোশাক রপ্তানি খাত।

মুদ্রা ও ঋণ নীতি বিষয়ক বিধিমালায় পরিবর্তন

অর্থবছর ০৭-এ মুদ্রা ও ঋণ নীতি বিষয়ক বিধিমালায় সাধিত গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনগুলো ছিল নিম্নরূপ ঃ

- ❑ ডাল, তেলবীজ ও মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টার জন্য ২% সুদে কৃষি ঋণ বিতরণ, আদায় ও রেয়াতি সুদে বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে ব্যাংকসমূহের আর্থিক ক্ষতি পূরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নীতিমালা জারি করা হয়েছে। উপরোক্ত ফসলসমূহের ক্ষেত্রে একর প্রতি উৎপাদন খরচের ভিত্তিতে ঋণের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন পরিমাণ, ঋণ বিতরণের মৌসুম ইত্যাদি নির্ধারণের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত ঋণ নিয়মাচার প্রযোজ্য হবে। নীতিমালায় আরো উলেখ করা হয় যে, অর্থমন্ত্রণালয় ব্যাংকসমূহের দাবীকৃত ক্ষতির সঠিকতা বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে যাচাই করত পুনর্ভরণ দাবী পরিশোধের ব্যবস্থা করবে। এ নীতিমালা ২০০5 সালের ১লা জুলাই হতে কার্যকর।
- ❑ ব্যাংকসমূহের শাখা সম্প্রসারণ নীতিমালা পর্যালোচনা করে বাংলাদেশ ব্যাংক সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, বেসরকারি ব্যাংকসমূহ নির্দিষ্ট পঞ্জিকা বর্ষে তাদের বার্ষিক শাখা সম্প্রসারণ পরিকল্পনা ১৮ মার্চ ২০০৩ সালের BRPD সার্কুলার নং-০৭ অনুযায়ী পঞ্জিকা বর্ষ শুরুর ৬০ দিন পরে দাখিল করার পরিবর্তে পূর্ববর্তী পঞ্জিকা বর্ষের নভেম্বর মাসের মধ্যে দাখিল করবে।
- ❑ সকল তফসিলি ব্যাংকে এ মর্মে পরামর্শ দেয়া হয়েছে যেন তারা খেলাপী/শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের পুনঃতফসিলিকরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত নীতি দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করে।
- ❑ দেখা গেছে যে, বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ খেলাপীগণ বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (CIB)-তে ঋণ খেলাপী হিসেবে তাদের নাম প্রদর্শনের ব্যাপারে মহামান্য হাইকোর্টে রীট পিটিশনের মাধ্যমে স্থগিতাদেশ নিয়ে পুনরায় ঋণ ও অন্যান্য সুবিধা গ্রহণ করছে। এমতাবস্থায়, ঋণ খেলাপীগণ যাতে মহামান্য হাইকোর্টের স্থগিতাদেশের মাধ্যমে পুনরায় ঋণ বা অন্যান্য সুবিধা নিতে না পারে সে ব্যাপারে ব্যাংকসমূহকে আইনী পদক্ষেপের পাশাপাশি দক্ষ ও সিনিয়র আইনজীবি নিয়োগের মাধ্যমে স্থগিতাদেশ বাতিলের ব্যবস্থা নেয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে কোন ধরনের অবহেলা বা শৈথিল্যের জন্য সংশিষ্ট ব্যাংক দায়বদ্ধ থাকবে।
- ❑ সহজ শর্তে অধিকতর প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে দেশের শিল্প উন্নয়নকে সুষম ও সংগঠিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রদত্ত স্মল এন্টারপ্রাইজ (SME) খাতের সমুদয় তহবিলের ১০% ‘স্মল এন্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ’ খাতে ‘মহিলা উদ্যোক্তাদের’ জন্য বরাদ্দ রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এ ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে মহিলা উদ্যোক্তাদের জন্য ব্যাংক রেট+৫% সুদহার প্রযোজ্য হবে। ব্যক্তিগত গ্যারান্টিকে জামানত হিসেবে বিবেচনা করে ১৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত প্রদত্ত ঋণ সুবিধা সহায়ক জামানত ব্যাতিরেকে প্রদানের বিষয়ে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বিবেচনা করতে পারবে। প্রয়োজনবোধে Domestic Factoring এর অধিকতর ব্যবহার করা যাবে। ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাদের বিতরণকৃত মেয়াদি বা চলতি মূলধন বাবদ একক ঋণ গ্রহীতার ক্ষেত্রে ১.০০ লক্ষ টাকা থেকে ৫০.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণের বিপরীতে ব্যাংক রেটে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সর্বোচ্চ ১০০% পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা দেয়া হবে। মহিলা উদ্যোক্তাখাতে বরাদ্দকৃত অর্থ ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে পুনঃঅর্থায়নের জন্য ব্যবহৃত হবে।
- ❑ ঋণ/লীজ হিসাব পুনঃতফসিলিকরণের ক্ষেত্রে শৃংখলা আনয়নের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত নীতিমালা অনুসরণের জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

১। মেয়াদোত্তীর্ণ কিস্তির অন্যূন শতকরা ১৫ ভাগ অথবা মোট বকেয়ার শতকরা ১০ ভাগ, এ

দু'য়ের মধ্যে যা কম, নগদে পরিশোধের পরেই প্রথমবার পুনঃতফসিলিকরণের আবেদন বিবেচনাযোগ্য হবে;

২। মেয়াদোত্তীর্ণ কিস্তির অন্যূন শতকরা ৩০ ভাগ অথবা মোট বকেয়ার শতকরা ২০ ভাগ, এ দু'য়ের মধ্যে যা কম, নগদে পরিশোধের পরেই দ্বিতীয়বার পুনঃতফসিলিকরণের আবেদন বিবেচনাযোগ্য হবে;

৩। দু'বারের অধিক পুনঃতফসিলিকরণের ক্ষেত্রে মেয়াদোত্তীর্ণ কিস্তির অন্যূন শতকরা ৫০ ভাগ অথবা মোট বকেয়ার শতকরা ৩০ ভাগ, এ দু'য়ের মধ্যে যা কম, নগদে পরিশোধের পরেই পুনঃতফসিলিকরণের আবেদন বিবেচনাযোগ্য হবে।

যদি কোন ঋণ/লীজ বারংবার অযৌক্তিকভাবে পুনঃতফসিলিকরণ করা হয় তবে গুণগতমানের ভিত্তিতে সে সব হিসাব শ্রেণীবিন্যাসিত করতে হবে। যেসব ঋণ/লীজ হিসাব পুনঃতফসিলিকৃত হচ্ছে সেগুলো তথ্য (যেমন হিসাবটি কতবার পুনঃতফসিল করা হয়েছে) বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (সিআইবি) তে রিপোর্ট করার সময় মন্তব্যের কলামে উলেখ করতে হবে।

উপরোক্ত নিয়মে পুনঃতফসিলিকরণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদনের আবশ্যকতা থাকবে না, তবে পরিচালনা পর্ষদের পূর্বানুমোদন নিতে হবে। এছাড়া, প্রত্যেক মাসে পুনঃতফসিলিকৃত ঋণ/লীজ হিসাবসমূহের একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণী পরবর্তী মাসের ১০ (দশ) তারিখের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

- ঋণ/লীজ অবলোপনের (write-off) ক্ষেত্রে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক অনুসরণ করার জন্য নিম্নোক্ত নীতিমালা জারি করা হয়েছে ঃ

১। মন্দ/ক্ষতি হিসাব শ্রেণীকৃত হয়েছে এবং শতকরা ১০০ ভাগ প্রভিশন সংরক্ষিত আছে এরূপ ঋণ/লীজ অবলোপনের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

২। অবলোপনের ক্ষেত্রে পরিচালনা পর্ষদের পূর্বানুমোদন নিতে হবে।

৩। অবলোপনকৃত ঋণ/লীজ আদায়ে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। অবলোপনের জন্যে নির্বাচিত হিসাবসমূহের ক্ষেত্রে কোন কারণে পূর্বে আইনগত ব্যবস্থা গৃহীত না হয়ে থাকলে অবলোপনের পূর্বে অবশ্যই আদালতে মামলা দায়ের করতে হবে।

৪। অবলোপনকৃত ঋণ/লীজ সম্পর্কিত মামলা নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করা বা অবলোপনকৃত প্রাপ্য আদায়ের জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান বহির্ভূত যে কোন প্রতিষ্ঠানকে নিয়োজিত করা যাবে।

৫। অবলোপনকৃত ঋণ/লীজ এর হিসাব একটি পৃথক লেজারে সংরক্ষণ করতে হবে এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক রিপোর্ট/স্থিতিপত্রে ক্রমপুঞ্জীভূত ও চলতি বছরে অবলোপনকৃত ঋণ/লীজ এর পরিমাণ পৃথকভাবে 'notes to the accounts' এ লিপিবদ্ধ করতে হবে।

৬। ঋণ/লীজ অবলোপন করা হলেও সংশিষ্ট ঋণ/লীজ গ্রহীতা যথানিয়মে খেলাপী ঋণ/লীজ গ্রহীতা হিসাবে চিহ্নিত হবেন। অন্যান্য ঋণ/লীজ এর অনুরূপ অবলোপনকৃত ঋণ/লীজ ও বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (CIB) তে রিপোর্ট করতে হবে।

৭। আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালক বা তার স্বার্থ-সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নামে গৃহীত ঋণ/লীজ অবলোপনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

৮। প্রতি মাসে অবলোপনকৃত ঋণ/লীজ হিসাবের একটি বিবরণী পরবর্তী মাসের ১০ (দশ) তারিখের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগে দাখিল করতে হবে।

- ব্যাংকসমূহের credit rating-বিষয়টি পুনরায় পর্যালোচনা করা হয় এবং সম্ভাবনাময় বিনিয়োগকারী, আমানতকারী, ঋণদানকারীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য এবং সর্বোপরি ব্যাংকের মুখ্য ঝুঁকির ক্ষেত্রসহ অন্যান্য প্রাসংগিক ক্ষেত্রসমূহে ব্যাংক ব্যবস্থাপনার সার্বিক কর্মদক্ষতার স্বার্থে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, জানুয়ারি ২০০৭ হতে প্রত্যেকটি ব্যাংক বাধ্যতামূলকভাবে কোন credit rating প্রতিষ্ঠান দ্বারা নিজেদের credit rating সম্পন্ন করবে। ব্যাংকসমূহকে এখন থেকেই

প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার পরামর্শ দেয়া হয়েছে যাতে তারা ব্যাংক ব্যবস্থাপনাসহ সকল প্রাসংগিক ক্ষেত্রে credit rating পেতে পারে। ব্যাংকসমূহকে ৩০ জুন ২০০৭ এর মধ্যে credit rating সম্পন্ন করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। উলেখ্য, credit rating হবে একটি চলমান প্রক্রিয়া অর্থাৎ credit rating ধারাবাহিকভাবে বার্ষিক ভিত্তিতে প্রত্যেক অর্থবছর শেষের ছয় মাসের মধ্যে সম্পন্ন হওয়ার পর তা বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিল করতে হবে এবং credit rating এজেন্সির নোটিফিকেশনের এক মাসের মধ্যে তা প্রচার করতে হবে। ব্যাংকসমূহ তাদের বার্ষিক ও অর্ধবার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদনে তাদের credit rating পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশ করবে। এ সকল নির্দেশনাসমূহ পরিপালন না হলে ব্যাংকসমূহ এবং সংশিষ্ট অফিসারগণের বিরুদ্ধে ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ অনুযায়ী পদক্ষেপ নেয়া যাবে।

- মূলধনের পর্যাপ্ততা নির্ধারণের ক্ষেত্রে Supplimentary Capital (Tier-2) পুনঃপর্যালোচনা করা হয়েছে এবং এ মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যে, "General provision (1% of Unclassified loans) এর পরিবর্তে "General provision maintained against Unclassified loans" প্রতিস্থাপন করতে হবে এবং AAA শ্রেণীকৃত Multilateral Development Banks (MDBs) সমূহের গ্যারান্টির বিপরীতে ব্যাংকসমূহের বৃহৎ ঋণ সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে বৃহৎ ঋণ সংক্রান্ত নীতিমালা প্রযোজ্য হবে না। অধিকন্তু, মূলধন পর্যাপ্ততা নির্ধারণের ক্ষেত্রে AAA শ্রেণীকৃত MDBs, এর কাছে পাওনা Risk Weighted Assets-এর আওতাধীন হবে।
- কনসোর্টিয়াম চুক্তি ছাড়া বড় প্রতিষ্ঠানসমূহ কিংবা গ্রুপ অব কোম্পানীসমূহকে ঋণ দানের ক্ষেত্রে credit exposure এর ব্যাপারে যথাযথ মনিটরিং/নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ব্যাংকসমূহকে আদালতগ্রাহ্য আন্তঃব্যাংক পরামর্শ ও তার বন্দোবস্ত/পরিকল্পনা গ্রহণ করা, সঠিকতা যাচাইকৃত নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী, credit rating এজেন্সি কর্তৃক ঋণ গ্রহণকারীর রেটিং এবং মূলধনের আকার, ব্যবসার পরিমাণ, মালিকানার ধরন ইত্যাদি বিষয়সমূহ বিবেচনায় নেয়ার পরামর্শ দেয়া হয়েছে।
- বন্ড মার্কেটকে আরো প্রতিযোগিতামূলক ও উদ্দীপ্ত করার লক্ষ্যে সরকার ৫ ও ১০ বছর মেয়াদি বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারী বন্ড (বিজিটিবি) এর পাশাপাশি আগামী অর্থবছর হতে ১৫ ও ২০ বছর মেয়াদি বিজিটিবি ইস্যুর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। সরকার ১ জুলাই ২০০৭ তারিখ থেকে পূর্ব প্রচলিত Price based Auction পদ্ধতির পরিবর্তে Yield based multiple price Auction পদ্ধতিতে অভিহিত মূল্যে (at par/face value) সকল মেয়াদের বিজিটিবি ইস্যুরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।
- প্রাইমারী ডিলারদের অবলিখন (underwrite) কমিশন ও তারল্য সুবিধা দিয়ে তাদের কার্যক্রম শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে দেশের সেকেন্ডারী বন্ড মার্কেটকে কার্যকর করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রাইমারী ডিলারদের জন্য সংশোধিত গাইডলাইনস্ ইস্যু করেছে। উক্ত গাইডলাইনস্ অনুযায়ী অর্থবছর ০৮-এ অনুষ্ঠেয় প্রতিটি অকশনে প্রত্যেক ব্যাংক (প্রাইমারী ডিলার) ও নন-ব্যাংক (প্রাইমারী ডিলার) অকশনযোগ্য পরিমাণের যথাক্রমে ন্যূনতম শতকরা ১২ ভাগ ও শতকরা ৪ ভাগ অবলিখন করবে। প্রাইমারী ডিলারসমূহ সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত হারে অবলিখন কমিশন পাবেন। প্রাইমারী ডিলারসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংক হতে overnight basis এ collateralized তারল্য সুবিধা লাভ করবে। অকশনে একটি প্রাইমারী ডিলারের উপর যে পরিমাণ ট্রেজারী বিল ও বন্ড (বিজিটিবি) devolve কৃত হবে তার সর্বশেষ ধারণকৃত স্থিতি হতে সংশিষ্ট প্রাইমারী ডিলারের SLR এর ঘাটতি পূরণে ও ন্যূনতম স্টক (minimum stock) (প্রতিটি ব্যাংক প্রাইমারী ডিলারের জন্য ২৪.০০ কোটি এবং নন-ব্যাংক প্রাইমারী ডিলারের জন্য ৮.০০ কোটি টাকা) সংরক্ষণে ব্যবহৃত পরিমাণ সিকিউরিটিজ বিয়োগ করত অবশিষ্ট পরিমাণের সমপরিমাণ অথবা তদাপেক্ষা কম পরিমাণ (প্রাইমারী ডিলার কর্তৃক যাচিত পরিমাণ) তারল্য সুবিধা দৈনিক ভিত্তিতে প্রদেয় হবে যা একনাগাড়ে সর্বোচ্চ ৩০ দিনের বেশি হবে না।